

প্রতিক্রিয়া

খেলাফত মজলিসের সঙ্গে আ.লীগের বিতর্কিত চুক্তি : বিশিষ্ট নাগরিকের অভিমত

এমন মিত্র পাওয়ার পর শত্রুর দরকার হবে না জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

সংবাদটি যে সত্য, তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর সময়ে খেলাফত মজলিস মনে হয় হাতে মোচড় দিয়ে এমন একটি চুক্তি সই করিয়ে নিয়েছে, যা কোনো সুচ্ছ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ করত বলে বিশ্বাস হয় না। সংকীর্ণ ও সাময়িক সুবিধার জন্য দলের মৌলিক আদর্শকে এভাবে বিসর্জন দেওয়া সুবিধাবাদের রাজনীতির একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে রইল। এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি দারুণভাবে কলঙ্কিত হলো।

রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের অতলে না নামলে এ ধরনের চুক্তি কোনো আত্মসম্মানবিশিষ্ট রাজনৈতিক দল করতে পারে না। নীতি ও আদর্শ কোনো বিকিকিনির পণ্য নয়। যখন আস্থার মূলধন বাড়ার প্রয়োজন সর্বাধিক, তখনই সেই মূলধনে হাত পড়ল বলে আমার মনে হচ্ছে। এরপর দল হিসেবে বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের তফাৎ কোথায়, কেউ বোঝাতে পারবে বলে মনে হয় না। খেলাফত মজলিসকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ এমন এক মিত্র লাভ করেছে যে এরপর তার কোনো শত্রুর দরকার হবে না।
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী: সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

শাসকশ্রেণীর এ চরিত্র দেখে বিপন্ন বোধ করছি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

নির্বাচনে জেতার জন্য দুপক্ষ মরিয়া হয়ে উঠেছে। ক্ষমতা দখলই হয়ে উঠেছে তাদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। গত পাঁচ বছরে জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি যে পথে গিয়েছিল, আওয়ামী লীগও একই রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছে। নির্বাচনী এ সমঝোতার মাধ্যমে শাসকশ্রেণীর চরিত্র উল্লোচিত হয়েছে, প্রমাণ হয়েছে তাদের আদর্শহীনতা।

সাবেক একজন সৈরশাসককে নিয়ে দুপক্ষ যেভাবে টানাটানি করেছে তাতে বোঝা যায়, নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য শাসকশ্রেণী যেকোনো সমঝোতা ও আপস করতে পারে। আমি মনে করি, শাসকশ্রেণীর এ ধরনের চরিত্র জাতির জন্য ক্ষতিকর।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান শর্ত ছিল ধর্ম ও রাষ্ট্র হবে আলাদা। কিন্তু সংবিধান থেকে বিএনপি ধর্মনিরপেক্ষতা উচ্ছেদ করেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ধর্মনিরপেক্ষতা ফেরত আনার চেষ্টা করেনি। উভয় দলই প্রতিযোগিতামূলকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা এবং ধর্মীয় মৌলবাদকে উৎসাহিত করে আসছে। শাসকশ্রেণীর এ চরিত্র দেখে বিপন্ন বোধ করছি।

মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল সমষ্টিগত মুক্তি এবং এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই সুপ্ন শাসকশ্রেণীর কেউই লালন করে না। তাই বিকল্প গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির বিকশিত হওয়া খুবই জরুরি, যদিও তা বেশ কঠিন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফতোয়া দেওয়ার অধিকার স্বীকার করা দুর্ভাগ্যজনক আনিসুজ্জামান

দেশের উচ্চ আদালত ফতোয়া নিষিদ্ধ করে সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন এবং এটা নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে। আদালতের সেই রায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সবাই সুাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী সমঝোতার মাধ্যমে ফতোয়া দেওয়ার অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ও দুঃখজনক।

আওয়ামী লীগের কাছে আমরা উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা প্রত্যাশা করি। কিন্তু যে নির্বাচনী সমঝোতা আওয়ামী লীগ ও খেলাফত মজলিসের মধ্যে হয়েছে, তা প্রত্যাশার সঙ্গে মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়। এ সমঝোতা গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দেশের বিশিষ্ট ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক এর প্রতিবাদ জানাবেন।

আনিসুজ্জামান: সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফতোয়া স্বীকার করে নেওয়া আত্মঘাতী ড. অজয় রায়

আওয়ামী লীগ একটি অপছন্দনীয় কাজ করেছে। যে আওয়ামী লীগকে চিনতাম, জানতাম, সেই দলটি মৌলবাদী কোনো দলের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি করতে পারে—এটা বিশ্বাস করা যায় না।

পাকিস্তান থেকে ব্লাসফেমি আইন তুলে দেওয়ার দাবিতে এ দেশের প্রগতিশীল নাগরিকেরা সোচ্চার ছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিকে স্মরকলিপি দেওয়া হয়েছে এবং পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে মিছিল-সমাবেশ করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের রায়ের পর বাংলাদেশে প্রকাশ্যে ফতোয়া বন্ধ হয়েছে। ইঠাৎ এসব অমানবিক আইন স্বীকার করে নেওয়া আত্মঘাতী বলে মনে করি।

আপাতদৃষ্টিতে এটা নির্বাচনে জেতার কৌশল হতে পারে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক যেসব বাম দলের সঙ্গে আওয়ামী লীগ মোর্চা করেছে, এ চুক্তির মাধ্যমে তাদের গালে চড় মারা হয়েছে। তা ছাড়া খেলাফত মজলিসের সঙ্গে এ ধরনের সমঝোতা আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা পরিহারের শামিল বলে মনে করি। আমরা একটি অসম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই। এ জন্য প্রয়োজন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা। আমরা

চাই, একটি অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে কওমি, আলিয়া, ইংরেজি মাধ্যম বলে আলাদা কোনো ধারা ও বৈষম্য থাকবে না।

ড. অজয় রায়: সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আশা করব তাঁরা এ পথ পরিহার করবেন সুলতানা কামাল

একজন মুক্তিযোদ্ধা ও মানবাধিকার কর্মী হিসেবে আমি মনে করি, এ চুক্তির মাধ্যমে একদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে সরে যাওয়া হয়েছে, অন্যদিকে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয়েছে।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম মৌলিক নীতি হিসেবে ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু আজ যাঁরা সংবিধান রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের হাত দিয়েই এ ঘটনা ঘটল। আমরা সব সময় সমালোচনা করে এসেছি যে, অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে সামরিক নেতারা বাংলাদেশের সংবিধানকে একটি সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা নিজেদের অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক শক্তি বলে দাবি করেন, যাঁরা দাবি করেন যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সব মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করছেন, তাঁদের কাছ থেকেই জনগণের ওপর এবং জনগণের বিশ্বাসের ওপর এ রকম আঘাত এল। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই। আশা করব, অচিরেই তাঁরা এ পথ পরিহার করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাদের নীতির প্রতি সম্মান দেখাবেন।

সুলতানা কামাল: নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র।